পাস ও ফেল—দায়ী কে?

দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। পরীক্ষায় সম্মিলিত পাসের হার ৪৫'৬১। মোট ২৭০৫৭৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১২২৩৩৬ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। ফেল করিয়াছে ১৪৮২৩৭ জন পরীক্ষার্থী। এই পাস-ফেলের সংখ্যা হইতে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার যে চিত্র ভাসিয়া উঠে তাহাকে কেবল তরুণ শিক্ষার্থীদের ব্যর্থতা হিসাবে চিহ্নিত করিতে পারিলে হয়তো বলার কিছু ছিলো না। কিন্তু এই বিপুলসংখ্যক ছাত্রের ফেল করার দিকে তাকাইয়া যদি কাহারো মনে হয় যে, কেবল ছাত্র-ছাত্রীরা নয় ফেল করিয়াছেন শিক্ষক, পিতামাতা, অভিভাবক, শিক্ষাব্যবস্থা ও দেশের অর্থনীতির বাস্তব অবস্থা তাহা হইলেও কি খুব ভুল বলা হইবে? আসল অবস্থা তো তাহাই। তাই ফেলের গ্লানি কেবল কোমলমতি শিক্ষার্থীদের কাঁধে না চাপাইয়া ইহার দায় আমাদের সকলেরই সমভাবে বহন করা উচিত। ফেল কেবল তরুণ শিক্ষার্থীরা করে নাই, ফেল করিতেছে গোটা সমাজ-ব্যবস্থা। সেজন্যই ইহা আরো বেদনাদায়ক। পরীক্ষায় পাস-ফেলের চিত্রের মধ্যদিয়া এই ব্যর্থতার সকরুণ কাহিনীই সম্ভবত ফুটিয়া উঠিয়াছে। পাস-ফেলের এই হিসাবকে অন্যান্য বছরের সহিত মিলাইয়া দেখিলে একেবারে বড়োরকমের কিছু বিপর্যয় ঘটিয়া গিয়াছে এমন বলার উপায় নাই। আমাদের দেশে পাস-ফেলের চিত্র মোটামুটি এরকমই হইয়া থাকে। কিন্তু হইয়া থাকে বলিয়াই প্রতি বছর এতো বিপুলসংখ্যক ছাত্রের ফেল করা কোনো ব্যাপার নয় কিংবা দেশের সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি ও জনজীবনে তাহার কোনো আঁচড় পড়ে না, সে কথাইবা কিভাবে বলা যায়? সে কারণেই এই পাস-ফেলের চিত্র কমবেশি প্রতি বছরের মতো হইলেও ইহা নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক।

কিন্তু কেবল উদ্বেগ প্রকাশই এই পাস-ফেলের বাস্তব অবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন করিতে পারিবে না। কারণ আমরা উদ্বেগ প্রকাশ করি বটে, কিন্তু কেহই মনেপ্রাণে সেই অবস্থার অবসান হউক তাহা চাই বলিয়া মনে হয় না। এই দ্বন্দ্বও আমাদের সকল সমস্যার মূল কিনা তাহাও ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। সম্ভবত শিক্ষাব্যবস্থা ও পাস-ফেলের এই বাস্তবতাকেও ইহারই দায় বহন করিতে হইতেছে। গত বছর এইচএসসি পরীক্ষার পাস-ফেলের দিকে তাকাইলেও উদ্বেগবোধ না করিয়া পারা যায় না। এবার এসএসসি পরীক্ষাতেও বিপুল-সংখ্যক পরীক্ষার্থীর অকৃতকার্যতার দুর্ভাগ্যজনক বাস্তবতাই সমাজকে প্রত্যক্ষ করিতে হইতেছে। কেহ কেহ ইহার দায়িত্ব যেমন তরুণ শিক্ষার্থীদের উপর চাপাইয়া এই বলিয়া সহজ মন্তব্য করিবেন যে, নকল করিতে না পারার জন্যই এভাবে পাইকারী হারে ফেল করিয়াছে তেমনি কেহ কেহ আবার অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া সকল দোষ শিক্ষকদের কাঁধে চাপাইবেন। আমরা ইহার কোনটাই মনে করি না। বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার মান নামিয়া গিয়াছে, ঠিকমতো পড়াশুনা হয় না, শিক্ষার পরিবেশ বহুলাংশে বিঘ্নিত হইয়াছে, শিক্ষাক্ষেত্রে নানা বৈষম্য, বিদ্যালয়গুলির অভ্যন্তরে নানা অব্যবস্থা ও অনিয়ম—এসব অভিযোগ হয়তো পুরাপুরি অস্বীকার করার উপায় নাই। কিন্তু তারপরও আমরা মনে করি, পাস না করা কেবল শিক্ষক-ছাত্রের দোষ নয়—ইহার জন্য দায়ী গোটা শিক্ষা-ব্যবস্থা ও সমাজ। পরীক্ষার পাস-ফেলের এই বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়া তাহারই সঠিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। কেন, কিভাবে ও কি অবস্থায় একজন ছাত্রকে ফেলের গ্লানি বহন করিতে হয় তাহা কেবল ছাত্র-শিক্ষকেরই অনুসন্ধানের ব্যাপার হইতে পারে না, গোটা সমাজেরই উচিত তাহার উত্তর অন্বেষণ করা।

পাস-ফেলের তালিকা দেখিয়া যদি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় নিয়োজিত কর্তাব্যক্তিরা সামান্যও বিচলিত বোধ করিয়া থাকেন এবং ১৪৮২৩৭ জন তরুণ শিক্ষার্থীর ব্যর্থতাকে সমাজেরই ব্যর্থতা বলিয়া একবারের জন্যও বোধ করিয়া থাকেন তাহা হইলে পাস-ফেলের বিষয়টিকে কেবল গতানুগতিকভাবে না দেখিয়া এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির কি করিয়া অবসান করা যায় তাহার উপায় উদ্ভাবনের জন্যই সচেষ্ট হইবেন বলিয়া আশা করি। সমাজের নিজস্ব বাস্তবতার কারণেই প্রতি বছর এই বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর ফেলের বিষয়টিকে হালকা করিয়া দেখার উপায় নাই।